ONE DAY ONE STRUGGLE

#forbearingbody #শরীরিনিবর্তন

November 2020

স্মরণিকা

WE ARE AN EQUAL MEMBER

INCLUSIVE BANGLADESH
... including human rights

নবপ্রভাত
এক নতুন দিনের সূচনায়

Somota

ONE DAY ONE STRUGGLE IS AN INTERNATIONAL CAMPAIGN IN CELEBRATION OF SEXUAL AND BODILY RIGHTS AS HUMAN RIGHTS

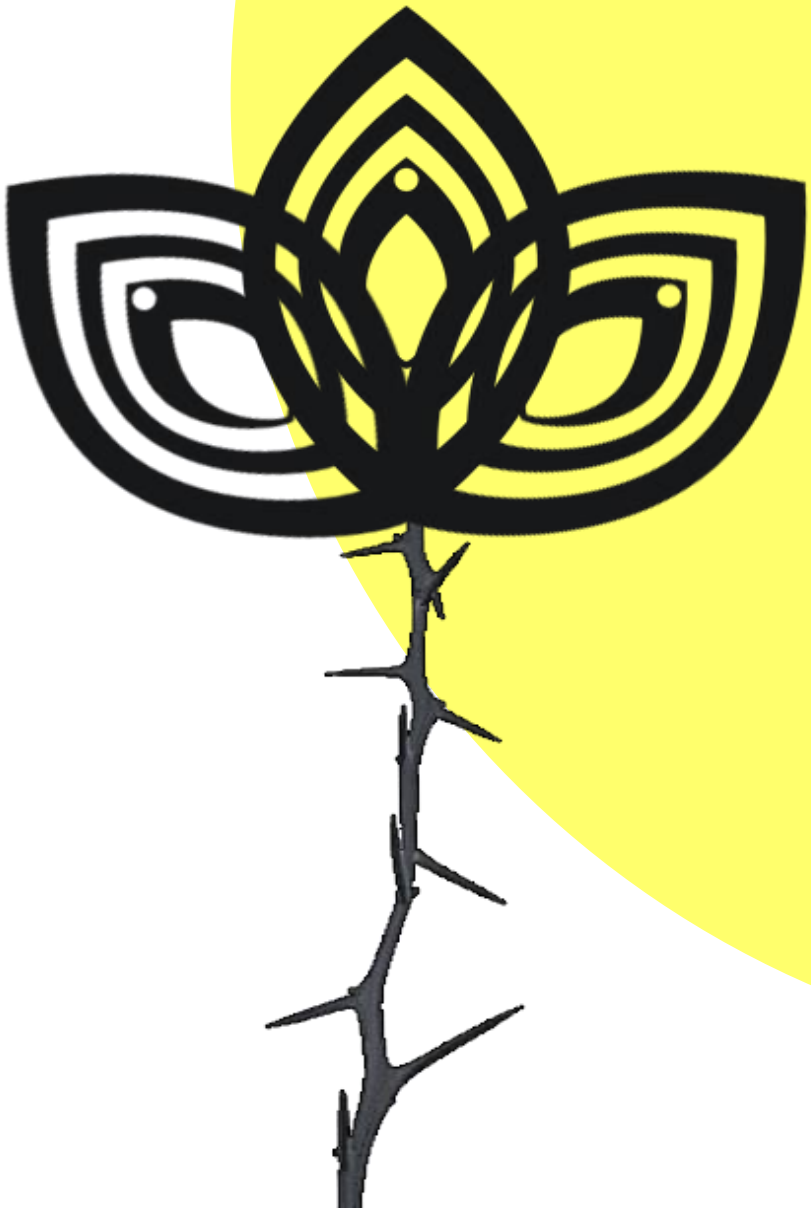

আন্তঃলিঙ্গ আমি

জন্ম থেকে আমি অবহেলিত ,
আমার জন্মে হয়নি আজান ,বাজেনি শঙ্খধ্বনি।
জন্মের পর জন্মদাতার মুখে,
হাসির বদলে ছিল বিদ্বেষ।
সবার চোখে ছিলাম বিষ ,কেউ করে নি আমাকে তাদের মধ্যমণি।

গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছি কত ডাক্তারের নিকট ,
কেউ দিতে পারেনি আমার শরীরের ব্যামোর ওষুধ ।
মোটা মোটা বড় পৃষ্ঠায় লিখেছে হাজার দাবাই।
অসহ্য লাগলেও সেসব দাবাই,
গিলেছি বহুত! সেরে উঠার আশাই।
আমি কখনো ভালো হয়নি ,
কেউ পারেনি ধরতে সেই মহৌষধ।
শুধু পকেট ভরেছে ডাক্তারের ,
আমাকে ব্যবহার করে করেছে কামাই।

সময়ের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে যখন বড় হতে লাগলাম ,
পরিবার ,সমাজ ও যেন তত দূরে যেতে লাগল ।
আমার শরীর যেন গোটা এক অভিশাপ ,
সেটা বুঝিয়ে দিতে কেউ ভুল করেনি ।
নিজ ঘরে ও সতেরোর পড়ে ,পড়ল আগল।

কেউ আমাকে ভালোবেসে বাহুডোরে করেনি আপন ।
বরং এই সমাজের টিটকারি ,চোখ রাঙানি ,
নিত্য আমাকে পিষ্ট করেছে ।

হ্যাঁ আমি আন্তঃলিঙ্গ-
আমার দুই পায়ের ফাঁকে অবস্থিত,
নারী ও পুরুষ চিহ্নিত করার উভয় চিহ্ন।
তবু ও আমি নয়, শরীরে সমস্ত নারী বা পুরুষ ।

সবাই শুধু খুঁজেছে আমার যৌন পরিচয় ।
এই সমাজে নারী-পুরুষের বাহিরে,
সবই যেন মিছে পরিচয় ।
কেউ আমাকে হিজরা - ছক্কার বাহিরে ,
দেয়নি মানুষ নাম ।
লিঙ্গের গবেষনায় আর কত ,
মোদের গলায় দিবে ফাঁস?

আমাদের ছেলে হবে
আমাদের মেয়ে সন্তান হবে
এর বাহিরেও ভাবতে শিখুন

“উভলিঙ্গ মানব” কিছু কথা ও কিছু দাবি

পুরুষ এবং নারী এই দুই লিঙ্গের বাইরেও আরও লিঙ্গ আছে। আমরা হয়ত অনেকেই জানি না। জানবই বা কেমন করে? কেননা নারী এবং পুরুষের বাইরে অন্য লিঙ্গের মানুষদের আমরা কখনই স্বাভাবিক চোখে দেখি নি। এর কারণ সংকীর্ণ চিন্তাধারার সমাজ ব্যবস্থা আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে সব সময় ভুল তথ্য দিয়ে এসেছে।

আমাদেরকে শেখানো হয়েছে নারী এবং পুরুষের বাইরে কোন লিঙ্গ হতে পারে না। নারী এবং পুরুষের বাইরে অন্য লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে আমরা সব সময় অস্বীকার করে দমিয়ে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে দামিয়ে রাখতে চাইলেও তা সম্ভব হয় নি। এ রকমই একটি লিঙ্গ বৈচিত্র্য হচ্ছে উভলিঙ্গ।

উভলিঙ্গ হচ্ছে একই সঙ্গে দুই লিঙ্গেরই সহাবস্থান। বাংলাদেশে উভলিঙ্গ মানবদের হিজরা বলে সম্বোধন করা হয়। উভলিঙ্গ-ত্ব প্রকৃতিতে একেবারে বিরল কিছু নয়। আফ্রিকার নিশাচর স্ত্রী হায়েনাদের মধ্যে এ রকম উভলিঙ্গ দেখা যায় । বুশ বেবী, স্পাইডাই মাম্‌কি, উলি মাম্‌কি মধ্যেও উভলিঙ্গত্ব বিদ্যমান (Joan Roughgarden, Evolution’s Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004)।

বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া ও প্রজাপতির মধ্যেও এরকম দেখা যায়। একজন ব্যক্তির উভলিঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণের পিছনে নিজের কোন হাত থাকে না। এ বিষয়ে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে ক্রোমোজোমের ত্রুটি কারণে যাদের জন্ম পরবর্তী লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়, মূলত তারাই উভলিঙ্গ মানব। এদের শারীরিক গঠন ছেলেদের মতো হলেও মন-মানসিকতায় আচার আচরণে সম্পূর্ণ নারীর মতো (she-male)।

উভলিঙ্গ মানবদের বৈশিষ্ট্যগতভাবে দুইটি ধরন রয়েছে, নারী ও পুরুষ। নারী উভলিঙ্গ মানবদের মধ্যে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য থাকলেও স্ত্রী যৌনাঙ্গ না থাকায় তার শারীরিক গঠন আলাদা। পুরুষ উভলিঙ্গ মানবদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। শারীরিকভাবে পুরুষ, কিন্তু মানসিকভাবে নারী স্বভাবের উভলিঙ্গদের বলা হয় ‘অকুয়া’। অন্য উভলিঙ্গদের বলা হয় ‘জেনানা’। উভলিঙ্গ মানব থেকে উভলিঙ্গ মানবের জন্ম হয় না। একটি বিসমকামী দম্পতি থেকে উভলিঙ্গ মানবের জন্ম হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী মাতৃগর্ভে একটি শিশুর পূর্ণতা প্রাপ্তির ২৮০ দিনের মধ্যে দুটো ফিমেল বা স্ত্রী ক্রোমোজোম X – X প্যাটার্ন ডিম্বাণু বর্ধিত হয়ে জন্ম হয় একটি নারী শিশুর এবং একটি female chromosome X ও একটি male chromosome Y মিলে X-Y প্যাটার্ন জন্ম দেয় পুরুষ শিশুর। ভ্রূণের পূর্ণতা প্রাপ্তির একটি স্তরে ক্রোমোজোম প্যাটার্নের প্রভাবে পুরুষ শিশুর মধ্যে অণ্ডকোষ এবং মেয়ে শিশুর মধ্যে ডিম্বকোষ জন্ম নেয়। অণ্ডকোষ থেকে নিঃসৃত হয় পুরুষ হরমোন এন্ড্রোজেন এবং ডিম্বকোষ থেকে নিঃসৃত হয় এস্ট্রোজন। পরবর্তী স্তরগুলোতে পুরুষ শিশুর যৌনাঙ্গ এন্ড্রোজেন এবং স্ত্রী শিশুর যৌনাঙ্গ এস্ট্রোজনের প্রভাবে তৈরি হয়। ভ্রূণের বিকাশকালে এই সমতা নানাভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। প্রথমত ভ্রূণ নিষিক্তকরণ এবং বিভাজনের ফলে কিছু অস্বাভাবিক প্যাটার্নের সূচনা হতে পারে। যেমন X-Y-Y অথবা X-X-Y।

X-Y-Y প্যাটার্নের শিশু দেখতে নারী-শিশুর মতো। কিন্তু একটি এক্সের অভাবে এই প্যাটার্নের স্ত্রী-শিশুর সব অঙ্গ পূর্ণতা পায় না। একে স্ত্রী-উভলিঙ্গ মানব বলে। আবার X-X-Y প্যাটার্নে যদিও শিশু দেখতে পুরুষের মতো, কিন্তু একটি বাড়তি মেয়েলি ক্রোমোজম এক্সের জন্য তার পৌরুষ প্রকাশে বিঘ্নিত হয়। একে পুরুষ উভলিঙ্গ মানব বলে। উভলিঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণ করার পিছনে উক্ত ব্যক্তির কোন ভূমিকা না থাকলেও সমাজে সহ্য করতে হয় নানা অবহেলা ও নির্যাতন। নির্যাতনের কিছু চিত্র নিচে তুলে ধরা হল:

পারিবারিক নির্যাতন: একটি উভলিঙ্গ সন্তানকে নিয়ে তার পরিবার সব সময় হীনমন্যতায় ভোগে। এই শিশুকে নিজেদের জন্য অভিশাপ মনে করে। ফলে নানা সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্পদ থেকেও বঞ্চিত করে। এসব নির্যাতন থেকে বাঁচতে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ গোত্রভুক্ত একজনকে প্রধান করে গড়ে তোলে একটি গোষ্ঠী। যাকে আমরা হিজরা গোষ্ঠী বলি। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় এরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়। কাজের সুযোগ না থাকায় বাজারে চাঁদা আদায়,ভিক্ষাবৃত্তি ও যৌন কর্মী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়।

সামাজিক নির্যাতনঃ একজন উভলিঙ্গ মানবকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হতে হয় সমাজ থেকে। পাড়া-প্রতিবেশী,আত্মীয়-স্বজন, ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে শুনতে হয় নানা গঞ্জনা। শারীরিকভাবে পুরুষ এবং চালা-ফেরায় ও মানসিকভাবে নারী আচরণের কারণে বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ছোট বেলাতেই লেখা-পড়া থেকে ঝড়ে পড়তে হয়।

রাষ্ট্রীয় নির্যাতন: রাষ্ট্রের উচিৎ তাদেরকে নিরাপত্তা দান ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার। কিন্তু তা না করে নানা ক্ষেত্রেই বৈষম্য করেছে। জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ভোট দানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বাইরে আলাদা কোন লিঙ্গ পরিচয় রাখা হয়নি। যার ফলে প্রায় সময় নানা সমস্যায় পড়তে হয় সংখ্যালঘু এই মানুষগুলোকে। শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কোন উদ্যোগ এবং বরাদ্দ করা হয়নি। ২৮ জুলাই ২০১৩ তারিখের BBC BANGLA র একটি প্রতিবেদনে উঠে আসে উভলিঙ্গ মানবদের দুর্দশার নানা চিত্র। বিস্তারিত দেখুন এখানে
https://www.bbc.com/bengali/multimedia/2013/07/130728_fp_bd_hizra

আমাদের কিছু আবেদন:

১.নারী, পুরুষের বাইরেরও সমস্ত ভিন্ন লিঙ্গের মানুষদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দান ও তার বাস্তবায়ন।

২.সব রকম বৈষম্য দূরীকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা দান করা।

৪.প্রচলিত কুসংস্কার দূর করতে সচেতন মূলক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে চাকুরীর সুযোগ প্রদান।

৭.৩৭৭ ধারার মতো অযৌক্তিক আইনের বিলোপ সাধন।

৮.যৌন সংখ্যালঘুদের আইনের আশ্রয় নেয়ার সুযোগ দান।

৯.রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বন্ধ করা।

১০.পিছিয়ে পড়া যৌন সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে যথাযথ বরাদ্দ গ্রহণ।

১১. সমাজের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা ও সকলের মর্যাদা নিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

পরিশেষে উপরোক্ত এগার দফা দাবি রাষ্ট্র ও সকল সচেতন মানুষের উদ্দেশ্যে পেশ করা হল।

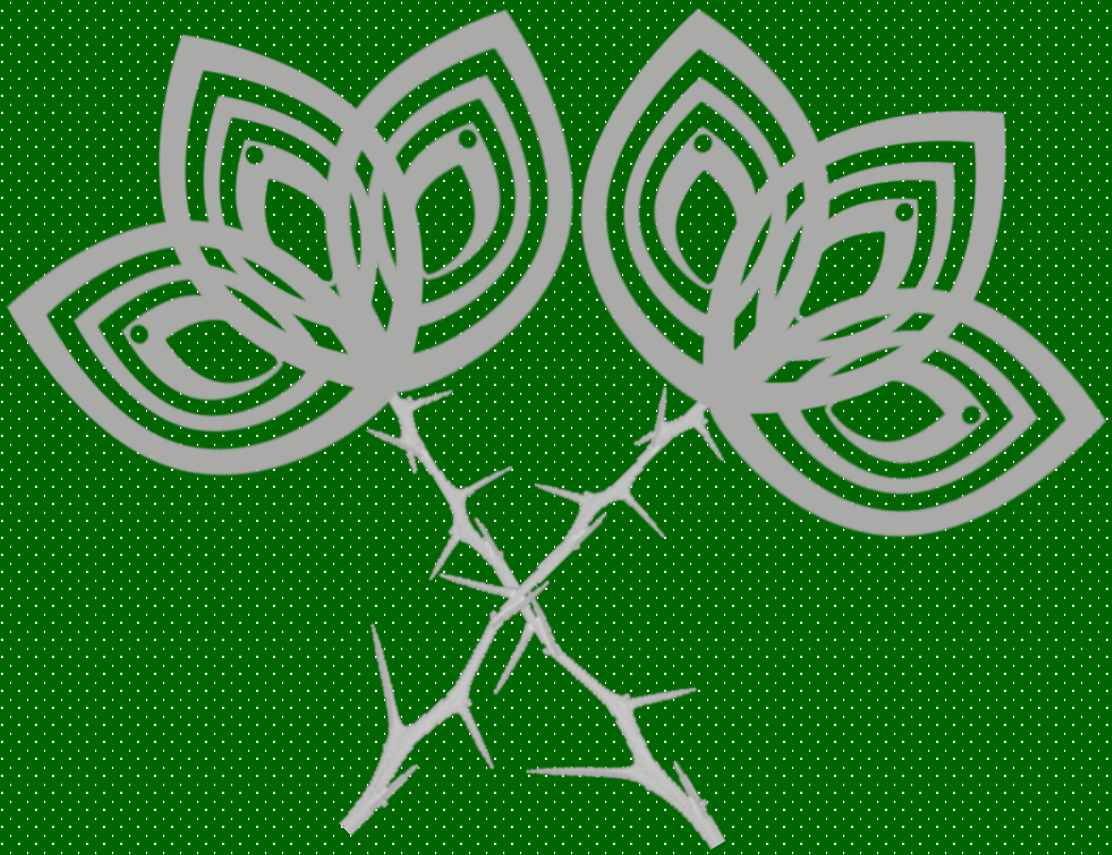

দ্বিখন্ড

সুন্দর রঙে সেজেছে কি ধরণী!
বেজেছে কি আগমনী গান!
আমারে লইয়া, কোলেতে রাখিয়া, বলিবে কি, তুমি নও নর নও নারী!
তুমি সৃষ্টিরই অপরূপ সুন্দরী।

কবি, তুমি কেনও এত আনমনা! তুমি কি দেখনা?
পৃথিবী জুড়ে আজ উৎসব! চারপাশে ফুটিয়াছে কৃত্রিম ফুল!
কহিলাম তাহারে, খুলিয়া আঁখি!
সৃষ্টি করিয়া মোরে দিয়াছে ফাঁকি!

দিয়াছে ফুল,ফুলের মুকুল, সবই রয়েছে মুলে।
আমারই বেলা আনিয়াছে অবহেলা, থাকিতে হইবে ঋণে।
কবি, দেখিয়া লও আজই, আধারে আসিয়াছে ভেলা।
স্বার্থের লোভে যারা করিবে, তোমায় অবহেলা।

দেখিয়া লইও ভাঙিবে শিকল, চালা শাবল চালা।
কহিলাম তাহারে, শুনিয়া যাহারে, ডাকিবে না ছক্কা।
নর নারী ছাড়া ডাকিবে যারা তারাই হবে শিখণ্ডী।
আমিও চাই, নর নারী নয় মানুষ পরিচয়।
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, এই হোক প্রত্যয়।

লৈঙ্গিক ভ্রান্ত ধারনা

কমিউনিটির বাহিরে ভেতরেও সেক্স জেন্ডার এবং সেক্সচুয়ালিটি নিয়ে প্রচুর ভ্রান্ত ধারনা আমাদের,এমনকি সেই ভুলভাল ব্যাপারগুলোকে আমরা ফলাও করে প্রচারও করে বেড়াচ্ছি। তাই সাধারণ মানুষ বিষয়গুলোকে আরও কঠিন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। ছোট করে যদি বলি,এখনো বেশিরভাগ মানুষ ট্রান্সজেন্ডার কথাটি শুনলেই দু পায়ের মাঝখানের লিঙ্গের কল্পনা করে ফেলেন,ঐযে ছোটবেলা থেকে জেন্ডার বলতে লিঙ্গ লিঙ্গ শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা করে দিয়েছে সবাই,তাই এই ভুলটি আমাদের মজ্জাগত একটি ভুল। বেশিরভাগ মানুষ এখনো জানে জেন্ডার ব্যাপারটি পুরোটাই মননের ব্যাপার,সেক্স ব্যাপারটি হল শরীরের।

সোজা বাংলায় ট্রান্সজেন্ডার বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝি যার শরীর এবং মন আলাদা,যার শরীরের সাথে মনের বিরোধ আছে। ট্রান্সজেন্ডার মানুষেরা কিন্তু জন্মান সমাজের সংজ্ঞায়িত দুটো লৈঙ্গিক বক্সের শরীর নিয়েই। তবে হ্যাঁ,কিছু কিছু ট্রান্সজেন্ডার মানুষ ইন্টার সেক্স পার্সন হয়। ইন্টার সেক্স শব্দটির বাংলা পরিভাষা করলে আমরা আন্তঃলিঙ্গ বলতে পারি।

আন্তঃলিঙ্গের মানুষ কারা আসলে? যেহেতু এখানে সেক্স কথাটি উল্লেখ আছে সেহেতু আমাদের মনে রাখতে হবে এটি শরীরগত বিষয়,কেননা আমরা বলছিলাম সেক্স হল শরীর,জেন্ডার হল মন। তো যে মানুষরা সমাজের তথাকথিত লৈঙ্গিক দুটো বক্স,অর্থাৎ নারী এবং পুরুষের শরীর ব্যতীত অন্য একটি শরীর নিয়েই জন্মান তাদের ইন্টার সেক্স পার্সন বলা হয়।

যেহেতু জেন্ডার ব্যাপারটি পুরোপুরি মননের ব্যাপার তাই ইন্টার সেক্স পার্সনরাও বিভিন্ন জেন্ডার আইডেন্টিটি ধারণ করতে পারে। আর ইন্টারসেক্স পার্সনদের যেহেতু শরীর মন আলাদা সেহেতু তারাও ট্রান্সজেন্ডার, কিন্তু সকল ইন্টারসেক্স পার্সনদেরকেই আমরা ঢালাওভাবে ট্রান্সজেন্ডার বলতে পারিনা। কারণ আমাদের এটি মনে রাখতে হবে,জেন্ডার ব্যাপারটি পুরোটাই ব্যক্তির চয়েসের উপর নির্ভরশীল,কে কিভাবে নিজেকে দেখছে,কিভাবে নিজেকে মনে করছে সেটাই তার আইডেন্টিটি।

ইন্টারসেক্স পার্সন দের আমাদের সমাজ নানান ডাকে সম্বোধন করে,কেউ কেউ বলে জন্মগত হিজড়া,হিজড়া কালচারে তাদের আবার ভাবরাজ বলা হয়। কিন্তু হিজড়া কোন জেন্ডার আইডেন্টিটি নয়,কোন সেক্স আইডেন্টিটিও নয়। এটি একটি কালচার,এটি একটি কমিউনিটি। তাই যে বা যারা এই কমিউনিটি কালচারে যুক্ত নয় তাদের হিজড়া বলাটা চরম অন্যায়।

হ্যাঁ এটি ঠিক হিজড়া কালচারে যারা আছেন তারা সবাই জেন্ডারের দিকে ট্রান্স উইমেন। এখন যদি তাদের সেক্স আইডেন্টিটির কথা বলি। কোন কোন ট্রান্স উইমেন যারা বায়োলজিক্যালই পুরুষ ছিলেন তারা যখন সার্জারির মাধ্যমে শরীর পরিবর্তন করেন তখন তাদের ট্রান্সসেক্সুয়াল বলা হয় মেইল না বলে,যেহেতু তারা শরীরটি বদলিয়ে ফেলেন। ট্রান্সজেন্ডার মানেই যেমন ইন্টারসেক্স পার্সন নয়,সব ইন্টারসেক্স পার্সন হিজড়া নয়,ছোট করে এই বাক্যটি আমরা বার বার উচ্চারণ করলে কিছুটা ভুল ধারনা ভাঙতে পারে আমাদের।

এখন ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের কিংবা ইন্টারসেক্স অথবা হিজড়া কমিউনিটির বোনদের সেক্সুয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে অনেক বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে। কারণ সেক্সুয়ালিটি বিষয়টি এতোটাই আনপ্রেডিক্টেবল একটা বিষয়,এতোটাই ফ্লুয়িড একটা বিষয় যেটিকে আসলে কোন একটি বক্সে ব্যাখ্যা করা কঠিন।

সহজ বাংলায় যদি বলি,আমাদের শরীর মন এতোটাই বিচিত্র,আমরা কে কখন কার দিকে ধাবিত হই,কার দিকে রোমাঞ্চিত হই সেটি বোঝা মুশকিল। তবু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটি দেখি,ট্রান্স উইমেনরা (মননে নারী,শরীরে পুরুষ অথবা পরিবর্তিত নারী) পুরুষের প্রতিই আকৃষ্ট হয়,আর ট্রান্স ম্যানরা (মননে পুরুষ,শরীরে নারী অথবা পরিবর্তিত পুরুষ) নারীর দিকেই ধাবিত হয়। তার বাহিরে কোন কোন ট্রান্স মানুষ নারী পুরুষ ইন্টারসেক্স সবদিকেই আকৃষ্ট হতে পারেন,বাই সেক্সুয়ালিটি ট্রান্স মানুষদের ভেতরেও আছে।

ইন্টারসেক্স পার্সনদের সেক্সুয়ালিটি আবার আরও অনেক জটিল,কোন কোন ইন্টারসেক্স পার্সন নারী পুরুষ যেভাবে যৌনতাটি শরীরে অনুভব করেন সেরকম তারা অনুভব করেন না। যদিও যৌনতা ব্যাপারটি পুরোটাই মানসিক,সেটি যার বেলাতেই ঘটুক। তাই আমার মনে হয় সেক্সুয়ালিটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি কেবল,বক্স ঠিক করতে পারিনা,জাঁতও নাই ই। কে কার সঙ্গে শুলও,কে কাকে ভালবাসলো,কে কিভাবে কোন পজিশনে শুলো সেটি ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছে বা অধিকার। এটুকু সংবেদনশীলতা যদি আমাদের থাকে তাহলে আর কোন সমস্যাই নেই।

সবাই সবার মত ভালবেসে বাঁচুক,এটিই হোক কাম্য।

ক্রিমিনাল
বেহায়া চরিত্রহীন
এসেছে নোংরামি তামাশা করতে
তোমাদের ছায়া আমার সন্তানের ওপর না পড়ে
বারোভাতারী
মুখপোড়া অভিশপ্ত
রুচিহীন
সমাজের আবর্জনা
দেখ! হিজড়া এসেছে
কখনও মা হতে পারবি না
চাঁদাবাজ
কাপড় খুলে একটু প্রমাণ দেখা
কুলাঙ্গার
মাগী
তোমাদের সামর্থ্য থাকার পরও আমি রোজগার করব না কেন?
আমি তোমাদের মত মানুষ..... হাজারো নেগেটিভিটি নিয়ে বেঁচে থাকতে কষ্ট হয়..... আমাকেও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার একটু সুযোগ দাও......

© Inclusive Bangladesh, Noboprobhaat, Somota Foundation
Published in celebration of #OneDayOneStruggle campaign 2020.
By Inclusive Bangladesh, Noboprobhaat and Somota Foundation
All Rights Reserved.